ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

একের পর এক ছবি ফ্লপ হচ্ছে অক্ষয়ের

পৃঃ ৫

'বল বিসিসিআইয়ের কোর্টে, বলছেন ধোনি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২১৬ ● কলকাতা ● ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ০৮ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বাংলাদেশ 'গড়ার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে,

দেশে ফিরবেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মহম্মদ ইউনুস

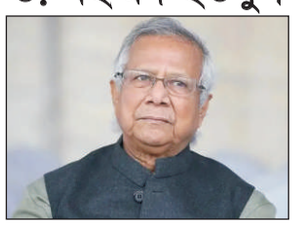

ঢাকা: নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশ 'গড়া'র দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। বৃহস্পতিবার দেশে ফিরবেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মহম্মদ ইউনুস। তার আগেই তাঁর জন্য স্বস্তির খবর। শ্রম আইন লঙ্ঘনের মামলা থেকে শ্রম আদালতের দেওয়া কারাদণ্ড থেকে বেকসুর খালাস পেলেন। এমন আবহে দেশবাসী ও আন্দোলনরত ছাত্রদের কাছে শান্তিবজায় রাখার আবেদন রাখলেন তিনি।অন্যদিকে একটি মামলা থেকে বেকসুর খালাস পেলেন ইউনুস। মামলাটিতে অভিযোগ আনা হয় যে শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী, গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক বা কর্মচারীদের শিক্ষানবিশকাল পার হলেও তাঁদের নিয়োগ স্থায়ী করা হয়নি। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত

এরপর ৪ পাতায়

বিধানসভায় বাইশে শ্রাবণ পালন

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বিধানসভায় বাইশে শ্রাবণ পালন। উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ছিলেন চিরঞ্জিত এবং বিদেশ বসু। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, "বাংলাদেশের ঘটনা খুবই বেদনাদায়ক। গোটা বিশ্বের মানুষ দেখছেন। কিন্তু এখন এই নিয়ে আমরা কোনও মন্তব্য করব না। আমি অধ্যক্ষ হওয়ার পর একটি সম্মেলনে বাংলাদেশ গেছিলাম।আমার বাবা কাকা যেখানে থাকতেন, সেই বাড়িতেও আমি গেছিলাম। সেখানে একজন অধ্যাপিকা থাকেন। এত ভিড় হয়েছিল যে আমি ঢুকতে পারিনি। কিন্তু বাংলাদেশ আমাদের কাছে একটা স্মৃতি। আমি আশা করব বাংলাদেশের স্বাভাবিক পরিস্থিতি আবার ফিরে আসবে।চিরঞ্জিত বলেন, "তালিবানিরা যেভাবে মূর্তি ভাঙে, এখানেও সেই ভাবে মূর্তি ভাঙা হচ্ছে। একদল উগ্রপন্থী গুন্ডা এই কাজ করছে। ৭০ শতাংশ মানুষ নিশ্চয়ই চায় না, ৩০% মানুষ এই কাজ করছে। ফলে এই গোটাটাই একটা গোষ্ঠী করেছে। এর প্রতিবাদ তো একদিন না একদিন হবেই। আজকে কোথাও ওখানে বাইশে শ্রাবণ পালন হল না। সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করা হল। আমি শুনলাম একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বলেছেন বাংলাদেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয় সংগীত বাতিল করে সেখানে কোরআনের একটা অংশ নিয়ে নতুন জাতীয় সংগীত তৈরি করা হচ্ছে। এর পেছনে পাকিস্তান এবং আমেরিকার যে হাত আছে, কোনও সন্দেহ

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্য মন্ত্রিসভায় বিরাট রদবদল হল

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই রদবদলের ফাইলে স্বাক্ষর করে দিয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। বুধবার এই বিষয়ক নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী, মানস ভুঁইয়া পেলেন সেচ দফতরের দায়িত্ব। পার্থ ভৌমিক সাংসদ হয়ে যাওয়ায় তাঁর ছেড়ে যাওয়া সেচ দফতরের দায়িত্ব পেলেন মানস ভুঁইয়া।গুরুত্ব বাড়ল চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের। অতিরিক্ত হিসাবে চন্দ্রিমা পেলেন পরিবেশ দফতর।এদিকে, দফতর বদল হল গুলাম রব্বানীর। তিনি পরিবেশ দফতরে ছিলেন, রদবদলে এবার অচিরাচরিত শক্তি দফতরের দায়িত্ব পেলেন তিনি। এদিকে, বাবুল সুপ্রিয় তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের দায়িত্বে ছিলেন, সেইসঙ্গে অতিরিক্ত দায়িত্ব পেলেন শিল্প পুনর্গঠন দফতরের।অপরদিকে, সদ্য অখিল গিরিকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর অভব্য আচরণের জন্য। সেক্ষেত্রে কারা দফতরের মন্ত্রী নেই। তবে, নতুন নির্দেশিকায় কারামন্ত্রীর দায়িত্ব কাউকে এখনও দেওয়া হয়নি। সূত্রের খবর, আপাতত কারা দফতর নিজের কাছেই রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী।দুর্যোগ বিধ্বস্ত কেরল থেকে ফিরেই রাজ্যের মন্ত্রিসভা রদবদলের ফাইলে সই করেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেই সময়ই অখিল গিরির পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, একজন মহিলা অফিসারের বিরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্য করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে তদন্ত করার পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। সূত্রের খবর, রাজ্যপাল জানিয়েছেন, যাতে সাধারণ মানুষের প্রশাসনের উপর আস্থা থাকে, সেই কথা মনে করে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে অখিল গিরির বিরুদ্ধে তদন্ত করুক।

দীর্ঘ ৪৫ মিনিট

নবান্নে বৈঠক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীর সঙ্গে মঙ্গলবার বিশেষ বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকাও। দীর্ঘ ৪৫ মিনিট নবান্নে এই বৈঠক হয় বলে সূত্রের খবর।

গত ১ অগাস্ট অটো টোটো, ই-রিকশা, ম্যাজিক ট্রেকার বেআইনি হলেই বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বেআইনি যান ধরার জন্য আচমকা পরিদর্শনের নিদানও দিয়েছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। বিশেষ দল তৈরির কথাও বলা হয়েছে। নদিয়া জেলার একটি টোটো রুট সংক্রান্ত রায় দিতে গিয়ে একথা

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবিতা সংকলন

দ্বীপ প্রসাদ

সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ

Phone : 9163761670 /9564382031

কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন

অনুগল্প ও গল্পের জন্য
ফোনে কথা বলে নেবেন
নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

শিশু কিশোর আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

আগামী ২৪ ও ২৫ আগস্ট '২৪ হাওড়া, উঃ ২৪ পরগনা, দঃ ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং কলকাতার ছোটোদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২৪ এবং ২৫ আগস্ট প্রেসিডেন্সি বিভাগের উল্লিখিত জেলাগুলির জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সময়সহ বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতি ক্ষেত্রে শনি, রবি ও অন্য ছুটির দিন বাদে) কলকাতায় শিশু কিশোর আকাদেমির কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট ২০২৪।

প্রতিযোগিতার বিষয়: 'ক' বিভাগ (৫ থেকে ১০+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি। 'খ' বিভাগ (১১ থেকে ১৬+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। এই প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এবং এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই আসন্ন 'পঞ্চদশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব'-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বিঃ দ্রঃ- আসন্ন রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে দলগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য (গান, নাচ, আবৃত্তি, বৃন্দবাদন ইত্যাদি) এবং একক যন্ত্রবাদন, মূকাভিনয়, ম্যাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য পেন ড্রাইভ/ডিভিডিসহ (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে হবে। দলগত অনুষ্ঠানে দলের লেটারহেডেএবং অন্যান্য একক অনুষ্ঠানের জন্য সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নামে চিঠি জমা দিতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই পেন ড্রাইভ/ডিভিডি (অফেরতযোগ্য) দপ্তরে জমা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার স্থান: উত্তীর্ণ, আলিপুর। সময়: ২৪ আগস্ট সকাল ১০ টা থেকে 'ক' বিভাগ এবং ২৫ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে 'খ' বিভাগ

শিশু কিশোর আকাদেমি। উত্তীর্ণ, দ্বিতীয় তল। ১এ, রিফর্মেটরি স্ট্রিট, আলিপুর, কলকাতা:২৭ফোন: ০৩৩ ২২২৩ ৬২১০ ই-মেল: skakademi@gmail.com

যুগান্তর দলের দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন ক্ষুদিরাম বসু

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : ১৯০৬ সালের মার্চে মেদিনীপুরের এক কৃষি ও শিল্পমেলায় রাজদ্রোহমূলক ইস্তেহার বণ্টনকালে ক্ষুদিরাম প্রথম পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরবর্তী মাসে অনুরূপ এক দুঃসাহসী কর্মের জন্য তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং আদালতে বিচারের সম্মুখীন হন। কিন্তু অল্প বয়সের বিবেচনায় তিনি মুক্তি পান। ১৯০৭ সালে হাটগাছায় ডাকের থলি লুট করা এবং ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর নারায়ণগড় রেল স্টেশনের কাছে বঙ্গের ছোটলাটের বিশেষ রেলগাড়িতে বোমা আক্রমণের ঘটনার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। একই বছরে মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যপন্থি রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীদের প্রয়োজনভিত্তিক কঠোর সাজা ও দমননীতির কারণে কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড বাঙালিদের অত্যন্ত ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। যুগান্তর বিপ্লবীদল ১৯০৮ সালে তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের উপর এ দায়িত্ব পড়ে।

কর্তৃপক্ষ কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে দূরে মুজাফফরপুরে সেশন জাজ হিসেবে বদলি করে দিয়েছিলেন। দুই যুবক ৩০ এপ্রিল স্থানীয় ইউরোপীয় ক্লাবের গেটের কাছে একটি গাছের আড়ালে অতর্কিত আক্রমণের জন্য ওত পেতে থাকেন। কিন্তু অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়ির মতো অন্য একটি গাড়িতে ভুলবশত বোমা মারলে গাড়ির ভেতরে একজন ইংরেজ মহিলা ও তাঁর মেয়ে মারা যান। এ ঘটনার পর ক্ষুদিরাম ওয়ানি রেলস্টেশনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তিনি বোমা নিক্ষেপের সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে নেন। কিন্তু অপর কোনো সহযোগীর পরিচয় দিতে বা কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করতে রাজি হননি।১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ থেকে আন্দোলন ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল। এ আন্দোলন ছিল গান্ধী-পূর্ব আন্দোলনসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সফল। প্রাথমিক পর্যায়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান, অসংখ্য সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত ও স্মারকলিপি পেশ করে এবং ১৯০৪ সালের মার্চ ও ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত বিশাল সম্মেলন প্রভৃতি নরমপন্থী উপায়ে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরোধিতা করা হয়েছিল। এ সকল কৌশলের সার্বিক ব্যর্থতা নতুন ধরনের বিরোধিতা যথা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, রাখি বন্ধন, অরন্ধন ইত্যাদি পন্থা অনুসন্ধানে বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের অনুপ্রাণিত করে।

তাত্ত্বিকভাবে, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দুটি মূলধারা শনাক্ত করা যেতে পারে 'গঠনমূলক স্বদেশী' এবং 'রাজনৈতিক চরমপন্থা'। স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করার জন্য 'বর্জননীতি' ছিল মূল হাতিয়ার। 'গঠনমূলক স্বদেশী' ছিল স্বদেশী শিল্পকারখানা, জাতীয় স্কুল, গ্রাম উন্নয়ন ও সংগঠন গড়ার প্রচেষ্টার মাধ্যমে আত্মসংস্থানের ধারা। প্রফুল্লচন্দ্র রায় অথবা নীলরতন সরকারের ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সতীশচন্দ্র মুখার্জী কর্তৃক প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক চিত্রিত ঐতিহ্যবাহী হিন্দু সমাজের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে গ্রামসমূহে গঠনমূলক কাজের ভেতর দিয়ে এটা প্রকাশ লাভ করে। পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় অশ্বিনীকুমার দত্তের স্বদেশ বান্ধব সমিতিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরূপ অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তির উন্নয়ন বলে অভিহিত করেছেন।

রাজনৈতিক চরমপন্থী আদর্শের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট বাংলার উত্তেজিত শিক্ষিত যুবকদের কাছে এর আবেদন অতি সামান্যই ছিল। গঠনমূলক স্বদেশী প্রচারকদের সঙ্গে তাদের মৌলিক পার্থক্য ছিল পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে। ১৯০৭ সালের এপ্রিলে অরবিন্দ ঘোষের পর পর প্রকাশিত কয়েকটি নিবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ

এরপর ৩ পাতায়

রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো

আসানসোল পৌর নিগমের ৫৭ নাম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা

আসানসোল: নিউজ সারাদিন : রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো আসানসোল পৌর নিগমের ৫৭ নাম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা।স্থানীয় কাউন্সিলর এলাকায় কোন উন্নয়নমূলক কাজ করছে না, রাস্তা নালী নর্দমা সহ বিভিন্ন উন্নয়নে কাজের খামতি রয়েছে এলাকায় এমনি অভিযোগ করে স্থানীয়রা।এলাকার বাসিন্দারা জানান কাউন্সিলর বলেছেন এই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে বলেই কাজ করা হবে না।অন্য দিখে ওয়ার্ড কাউন্সিলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।তিনি বলেছেন আমার কাছে যেরকম ফান্ড আসবে সেই অনুযায়ী কাজ করব। প্রায় আড়াই ঘন্টা রাস্তা অবরোধ করার পরে কাউন্সিলারের আশ্বাসে পথ অবরোধ উঠে যায়। ঘটনাস্থলে হিরাপুর থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

বাসন্তীতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে জখম ৪ !

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : ঝালাইয়ের কারবাইট সিলিন্ডার বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হলেন চার ব্যক্তি। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত সোনাখালি ব্রীজ রোড এলাকায়।আশাঙ্কাজনক অবস্থায় এক ব্যক্তি স্থানান্তরিত করতে হলো কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনাখালি ব্রীজ রোড সংলগ্ন এলাকায় একটি ঝালাই দোকানে বসে গল্প করছিলেন বাসন্তীর ভাঙ্গনখালি বাসিন্দা পেশায় আটো চালক মোক্তার মীর সহ আরো তিন জন । সেখানে সাইকেল,ভ্যান,টোটো গাড়ি সহ বিভিন্ন গাড়ির ঝালাইয়ের কাজ করা হতো। এদিন দুপুরে সেরকম একটি গাড়িতে ঝালাই করছিলেন দোকানদার! সেই সময়ে হঠাৎ আচমকা বিকট আওয়াজে বিষ্ফোরণ হয় ঝালাই মেশিনের কারবাইট সিলিন্ডারে। গুরুতর জখম হয় ঐ আটো চালক সহ দোকানে থাকা আরো তিন জন ব্যক্তি। এই ঘটনার শব্দ শুনে স্থানীয়রা এসে তাদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর মোক্তার মীরের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হলে তাঁকে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

জৈব চাষীদের আর্থিক সহায়তা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারত সরকার মাটি পরীক্ষার ভিত্তিতে জৈব এবং জৈব সারের সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবহারে উৎসাহ জুগিয়েছে। মাটির স্বাস্থ্য, উর্বরতা বৃদ্ধিতে বিকল্প সার হিসেবে জৈব এবং জৈব সারের ব্যবহারে উৎসাহিত করতে সরকার 'প্রধানমন্ত্রী- ধরিত্রী মাতার পুনরুজ্জীবন, সচেতনতা, পুষ্টি এবং উন্নতিসাধন' (পিএম-পিআরএএনএএম) নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় জৈব ও প্রাকৃতিক চাষ এবং জৈব সারে ব্যবহারে উৎসাহিত করতে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে সারের দামে ৫০% ভর্তুকি দেওয়া হয়ে থাকে।

সরকার গাঁজানো জৈব সার, তরল গাঁজানো জৈব সার এবং জৈব সার ব্যবহারে মেট্রিকটন প্রতি দেড় হাজার টাকা করে বাজার উন্নয়ন সহায়তা ঘোষণা করেছে। সরকার ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষ থেকে দেশে মাটির স্বাস্থ্য এবং জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের জন্য পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা এবং মিশন অর্গ্যানিক ভ্যালু চেন ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জৈব চাষের বিষয়ে প্রচার করেছে। এই উভয় প্রকল্পই জৈব চাষীদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনার আওতায় জৈব চাষে উৎসাহ যোগাতে তিন বছরের জন্য হেক্টর প্রতি ৩১,৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়ে থাকে। এর মাধ্যমে কৃষকদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য মিশন অর্গ্যানিক ভ্যালু চেন ডেভেলপমেন্টের আওতায় তিন বছরের জন্য হেক্টর প্রতি ৪৬,৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে কৃষকদের গুণমান সম্পন্ন বীজ তৈরি, রোপণে সহায়তা এবং হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। জৈব এবং প্রাকৃতিক চাষের জন্য জাতীয় ও আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি রয়েছে গাজিয়াবাদ, নাগপুর, ব্যাঙ্গালোর, ইম্ফল এবং ভুবনেশ্বরে। এই কেন্দ্রগুলি কৃষকদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। দ্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ও কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকদের জৈব চাষ সম্পর্কে শিক্ষিত করে তুলতে প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী এবং সচেতনতামূলক কর্মসুচির আয়োজন করা হয়ে থাকে। লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে আজ এই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রী রামনাথ ঠাকুর।

ডলোমাইটের ধুলোয় অতিষ্ট মাদারিহাট

বীরপাড়া ব্লকের বীরপাড়া শহরের বাসিন্দারা

বেবি চক্রবর্ত্তী : বির পাড়া: নিউজ সারাদিন : ডলোমাইটের ধুলোয় অতিষ্ট মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের বীরপাড়া শহরের বাসিন্দারা। ডলোমাইট হাঁটাও, বীরপাড়া বাঁচাও স্লোগান কে সামনে রেখে বিশাল ভ্যালি বের করে ডেপুটেশন দিল ভয়েজ অফ বীরপাড়া নামে একটি অরাজনৈতিক মানবিক সংগঠন। এদিন সংগঠনের ডাকে ডলোমাইটের বিরুদ্ধে বীরপাড়া শহরে বিশাল ভ্যালি বের করা হয়। ভ্যালিতে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের কয়েক হাজার মানুষ সামিল হন।এমনকি বাড়ির প্রচুর মহিলারাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভ্যালিতে অংশ নেন। ভ্যালিটি বীরপাড়া নতুন বাস স্যান্ড থেকে শুরু হয়ে বীরপাড়া হাসপাতাল চত্বর হয়ে দলগাঁও স্টেশনে পৌঁছে দাবি সম্বলিত স্মরকলিপি বীরপাড়া থানা ও দলগাঁও স্টেশন সুপারেন্টেন্ডেন্ট এর হাতে তুলে দেয়া হয়। অভিযোগ,দলগাঁও স্টেশনে চত্বরে দীর্ঘদিন ধরে চলছে ডলোমাইট লোডিংএবং আনলোডিং এর কাজ। সকালে থেকে শুরু হয় চলে রাত পর্যন্ত। বাতাসে উড়তে থাকে ডলোমাইটের গুঁড়ো। ছড়িয়ে পরে সমগ্র বীরপাড়া শহরে। দেখা দেয়া নানান সমস্যা। দূষণ রোধের কোন ব্যবস্থা নেই। এছাড়া প্রতিদিন প্রচুর ডলোমাইটের গাড়ি বীরপাড়া ব্যস্ত শহরে যাতায়াত করে। ফলে ধুলোর পরিমান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেকখনো কখনো সৃষ্টি হয় যানজট। দুর্ভোগে পরেন সাধারণ মানুষ। দুর্ঘটনার ঘটারও আশংঙ্কা রয়েছে।

বীরপাড়া শহর ডলোমাইট মুক্ত হলে যানজট অনেকাংশে কমে যাবে বলে অনেকেই মত পোষণ করেন। তবে শুধু দলোমাইট নয়। বীরপাড়ার অপর একটি জলন্ত সমস্যা বীরপাড়া শহরের উপর অবস্থিত রেলগেট।রেল গেটটি বন্ধ হলে দুর্ভোগে পরেন বীরপাড়া সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা সাধারণ মানুষ।দীর্ঘদিনের সমস্যা আজও অধরা। দীর্ঘদিন ধরে একটি ওভার ব্রিজের দাবি জানিয়ে আসছেন এলাকাবাসী। নির্বাচন এলে প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে যায়।নির্বাচন পার হলে আর খেয়াল থাকে না। ভয়েজ অফ বীরপাড়া সংগঠনের সভাপতি চতুর বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে ডলোমাইট দুষনের শিকার হচ্ছি।এবার আমরা দিলোমাইটের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ ভাবে গন আন্দোলনে নেমেছি। আজ কয়েক হাজার মানুষ পথে নেমেছেন। আমাদের দাবি অবিলম্বে বীরপাড়া থেকে ডলোমাইট অন্য কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। দাবির সমর্থনে ভ্যালি করে দলগাঁও স্টেশন সুপারকে সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মারকলিপি তুলে দিয়েছি।আমরা আশাবাদী আমাদের দাবি সহানুভূতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করবেন। দাবি না মিটলে আমরা ফের শান্তিপূর্ণ ভাবে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবন বলে তিনি জানান।

সড়ক দুর্ঘটনা এবং তার প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতি বছর 'ভারতে সড়ক দুর্ঘটনা' শীর্ষক একটি তথ্য প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৮ সালে ৪,৭০,৪০৩টি সড়ক দুর্ঘটনা হয়েছিল। এর ফলে ১,৫৭,৫৯৩ জন প্রাণ হারান এবং ৪,৬৪,৭১৫ জন আহত হন। তথ্য অনুসারে ২০২২ সালে ৪,৬১,৩১২টি সড়ক দুর্ঘটনা হয়। সে বছর ১,৬৮,৪৯১ জন প্রাণ হারান এবং ৪,৪৩,৩৬৬ জন আহত হন। সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক জাতীয় সড়ক এবং এক্সপ্রেসওয়ে তৈরি করা ছাড়াও সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। ওই বছর এক্সপ্রেসওয়ে সহ জাতীয় সড়কগুলিতে মোট দুর্ঘটনার ৩২.৯৪ শতাংশ, অর্থাৎ ১,৫১,৯৯৭টি দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার ফলে মোট নিহতের ৩৬.২২ শতাংশ, অর্থাৎ ৬১,০৩৮ জনের মৃত্যু হয় এক্সপ্রেসওয়ে সহ বিভিন্ন জাতীয় সড়কে। মন্ত্রক সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে যখন পরিকল্পনা করে, সেই সময়ে প্রযুক্তি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে কি ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে সেই বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে ১২,৭০৫, ত্রিপুরায় ৫৫২, আসামে ৮,২৪৮ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ২৫৪টি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ২০২২ সালের হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে ১৩,৬৮৬, ত্রিপুরায় ৫৭৫, আসামে ৭,০২৩ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৪১টি পথ দুর্ঘটনা ঘটেছে। ২০১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫,৭১১ জন। ত্রিপুরায় ২১৩, আসামে ২,৯৬৬ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৬,০০২, ত্রিপুরায় ২৪১, আসামে ২,৯৯৪ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৯ জন সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গে ১১,৯৯৭ জন, ত্রিপুরায় ৭৪১ জন, আসামে ৭,৩৭৫ জন এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ২৬০ জন আহত হন। ২০২২ সালে উপরোক্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে যথাক্রমে ১২,৮৪৩ জন, ৫৪১ জন, ৫,৬৩৭ জন এবং ১৩৬ জন সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন। পথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মন্ত্রক বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সেগুলি হল-

(১) শিক্ষা - পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে মন্ত্রক বিভিন্ন সংস্থাকে নানা ধরনের কর্মসূচি পালনের জন্য আর্থিক সহায়তা করে থাকে। এছাড়াও, প্রতি বছর জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা মাস / সপ্তাহ পালন করা হয়। ইনস্টিটিউট অফ ড্রাইভিং, ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ, রিজিওনাল ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার এবং বিভিন্ন শহরে ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে।

(২) প্রযুক্তিগত বিভিন্ন ব্যবস্থা - প্রতিটি জাতীয় সড়কে পথ নিরাপত্তার বিষয়ে অডিট করা বাধ্যতামূলক। এই অডিট তৃতীয়পক্ষ অর্থাৎ, থার্ড পার্টি অডিটর করে থাকেন। এক্ষেত্রে সড়কের নির্মাণশৈলী, যানবাহন পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। জাতীয় সড়কের যেসব অঞ্চল দুর্ঘটনাপ্রবণ অর্থাৎ ব্ল্যাকস্পট যুক্ত, সেই অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। দেশজুড়ে সড়ক দুর্ঘটনা মূল্যায়ন করার জন্য বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। গাড়ির চালকরা যাতে গাড়ি চালানোর বিভিন্ন প্রতীক এবং নির্দেশনা যথাযথভাবে দেখতে পান, সে বিষয়ে মন্ত্রক প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করে। এক্ষেত্রে কোনো শৈথিল্য দেখা দিলে, ১৯৮৮

এরপর ৪ পাতায়

সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা

রুখে দিলো বিএসএফ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা। রুখে দিলো বিএসএফ। জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ বেরুবাড়ি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাতকুরা সীমান্তের ঘটনা। বুধবার বিকেলে কয়েকশো বাংলাদেশী মানুষ যার অধিকাংশই হিন্দু, অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা করে। খবর পেয়েই সেখানে যায় বিএসএফ এবং অনুপ্রবেশ আটকে দেয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে,জড়ো হওয়া বাংলাদেশীরা এদেশে ঢুকতে মরিয়া। তারা বিএসএফ এর কাছে কাতর আর্জি জানিয়েছে। কারণ ওপারে প্রাণের আশংকায় ভুগছেন তারা। যদিও বিএসএফ এর তরফে তাদের বোঝানো হয়েছে এইভাবে এপারে আসতে দেওয়া সম্ভব নয়। তবুও জমায়েত এখনো রয়েছে বলেই খবর।নৈরাজ্যের বাংলাদেশে হিন্দু বিরোধী হিংসার মধ্যে প্রাণ বাঁচাতে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলেন কয়েক শ' শরণার্থী। বিএসএফের চেষ্টায় তাদের রোখা গেলেও সীমান্ত ছাড়তে রাজি নয় তারা। বুধবার সকালে এই ঘটনা জলপাইগুড়ি জেলার মানিকগঞ্জের সাতকুড়া সীমান্তে। সীমান্তের ওপারে থাকা বাংলাদেশিদের দাবি, বিএসএফ আমাদের গুলি করে মেরে ফেলুক, কিন্তু বাংলাদেশে আর ফেরত যাব না। বাংলাদেশে অরাজকতার জেরে সীমান্তে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা জারি রয়েছে। মোতায়েন হয়েছে বাড়তি বিএসএফ জওয়ান। এরই মধ্যে বুধবার সকালে সাতকুড়া এলাকার বাসিন্দারা দেখতে পান কাটাতারহীন সীমান্তের ওপারে জড়ো হয়েছেন শয়ে শয়ে শরণার্থী। ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছেন তাঁরা। সঙ্গে সঙ্গে বিএসএফকে খবর দেন তারা। বিএসএফ তাদের

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

বিধানসভায় বাইশে শ্রাবণ পালন

নেই। আমি বহুবার ওখানে গেছি, আবার যেতে চাই। পৃথিবীর কোন দেশে ঢোকাই যেন বন্ধ না হয়।এদিকে, শোভন দেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "একাত্তরে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমি গেছিলাম। আমাদের কাছে বাংলাদেশ মানে একটা অন্য আবেগ। এই আবেগ নিয়েই আমরা থাকতে চাই।" আবার বিদেশ বসু বলেন, "আমার দাদু কাকা বাবা সবাই বাংলাদেশের মানুষ। আমি ওখানে বহুবার খেলতে গেছি, ওখানকার অনেক খেলোয়াড় আমাদের এখানে খেলতে এসেছে বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নতির জন্য আমরা কাজ করেছি। যা হচ্ছে সেটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমি মনে করি আবার সব শান্তি ফিরবে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় ছিলেন যারা আমাদের দেশে খেলেছেন।

বাংলাদেশে সহিংসতা দক্ষিণ এশিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে,

৪৪০ জন নিহত, হাজার হাজার আহত, শেখ হাসিনা অজ্ঞাত

ডাঃ সমরেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক : ঢাকা/নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশে গত তিন সপ্তাহ ধরে সংরক্ষণ নিয়ে যে সহিংসতা চলছে তা থামার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সাম্প্রতিক সহিংসতার ঘটনায় সংখ্যালঘু এবং তাদের ধর্মীয় স্থানগুলিকে বড় আকারে লক্ষ্যবস্তু করার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এ পর্যন্ত ৪৪০ জন নিহত এবং হাজার হাজার আহত হয়েছে।

এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অস্থিরতা তীব্র হয়েছে। ভারত সরকার গতকাল পুরো ঘটনাটি সংসদে জানিয়েছে। এ বিষয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে সব দল ঐক্যবদ্ধ থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। ভারতের সাড়ে চার হাজার কিলোমিটারের বেশি ভূমি বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবারকে ৩০ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল, যা কমিয়ে ৫ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

অন্যদিকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেও রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য বড় শহরে বিক্ষুব্ধ জনতার বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর বিভিন্ন সহিংস ঘটনায় শতাধিক মানুষ মারা গেছেন। এদিকে শেখ হাসিনা ভারতের কোনো নিরাপদ স্থানে অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে। শিগগিরই তিনি অন্য দেশে চলে যাচ্ছেন।অন্যদিকে, অন্তর্বর্তী সরকার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তৎপরতা জোরদার করেছেন রাষ্ট্রপতি। দেশে সংরক্ষণের বিরুদ্ধে ছাত্র সংগঠনগুলির বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, পুলিশ ও সেনা সদস্যরা রাস্তায় টহল দিচ্ছে।এ কারণে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে বলে দাবি করা হচেছ দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশেও স্কুল খোলা হয়েছে। আসলে, দেশের বিতর্কিত সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্রদের বিক্ষোভের কারণে স্কুলগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশে গত সোমবার ব্যাপক সহিংসতার পর মঙ্গলবার সংখ্যালঘু ও তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাপকভাবে টার্গেট করা হলেও ঢাকায় পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। ঢাকার সড়কে গণপরিবহন চলাচল শুরু হয়েছে। এ ছাড়া দোকানিরাও রাস্তায় দোকান খুলতে শুরু করেছেন। একই সঙ্গে সরকারি যানবাহনকেও অফিসমুখী যেতে দেখা গেছে।

গত সোমবার সহিংসতায় প্রায় ১০৯ জন মারা গেছে। রবিবার সহিংসতায় মোট ১১৪ জন মারা গেছে। ১৬ জুলাই থেকে শুরু হওয়া সহিংসতার কারণে সোমবার পর্যন্ত মোট ৪৪০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। গত জুলাই মাসে, বাংলাদেশে ছাত্র বিক্ষোভের সময় রবিবার বিক্ষোভকারী এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে ২০০ জন নিহত হয়।

সূত্র জানায়, সোমবার সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টার মধ্যে ৩৭টি মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বিভিন্ন ঘটনায় আহত ৫০০ জনকে সেখানে আনা হয়েছে। শেখ হাসিনা দেশত্যাগের পর শত শত মানুষ তার বাসভবন ভাংচুর করে। এ ছাড়া বিক্ষোভকারীদের শেখ হাসিনার বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে যেতেও দেখা গেছে। ঢাকায় শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত বাসভবন সুধা সদন ধ্বংস করেছে আন্দোলনকারীরা। সোমবারই প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন শেখ হাসিনা।

বলা হচ্ছে, শেখ হাসিনা লন্ডনে যাওয়ার কথা থাকলেও বর্তমানে তিনি প্রবাসে রয়েছেন। আসলে ব্রিটিশ সরকার বলছে, লন্ডনে সম্ভাব্য কোনো তদন্তে শেখ হাসিনার আইনি সুরক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মো.

ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ল্যামি লন্ডনে বলেছেন, বাংলাদেশে গত কয়েক সপ্তাহে ব্যাপক সহিংসতা প্রত্যক্ষ করেছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ নজিরবিহীন সহিংসতার মধ্যে জীবন ও সম্পদের মর্মান্তিক ক্ষয়ক্ষতি প্রত্যক্ষ করেছে এবং দেশের জনগণ জাতিসংঘের নেতৃত্বে পূর্ণ ও স্বাধীন তদন্তের দাবি রাখে।

সূত্র জানায়, হাসিনা তার ভ্রমণ পরিকল্পনায় কিছু বাধার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তিনি আগামী কয়েকদিন ভারতে থাকতে পারেন। তিনি পরিস্থিতিকে গতিশীল আখ্যায়িত করে বলেন, এ বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট পথ বা স্পষ্টতা নেই। এলএস

বাংলাদেশে থাকা ভুটানের অ্যাম্বাসেডর সহ তিন সদস্য ফিরলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশ থেকে ভারত হয়ে ভুটানে ফিরলেন বাংলাদেশে থাকা ভুটানের অ্যাম্বাসেডর সহ তিন সদস্য। এদিন সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ কোচবিহারে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের চ্যাংড়াবান্ধা ভারতে প্রবেশ করেন ভুটানের এম্বাসেডর ঋণচেন কুয়েন্টসিল সহ কারমা দর্জি এবং সনাম দর্জি। এদিন সকাল থেকেই তাদের নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে চ্যাংড়াবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে ভুটানে নিয়ে যেতে ভুটান থেকে এসেছিল উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক সহ পুলিশ বাহিনী। এদিন তারা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট আসলেও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কিছু বলেননি। তবে হঠাৎ করেই উত্তাল বাংলাদেশ থেকে এভাবে চ্যাংড়াবান্ধা ইমিগ্রেশন দিয়ে ভুটানের এম্বাসেডরের প্রবেশ নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই।

রাজ্যসভার ১২টি শূন্য আসনের বিজ্ঞপ্তি জারি হল

ভোট হবে ৩ সেপ্টেম্বর

বেবি চক্রবর্তী: দিল্লী: নিউজ সারাদিন : রাজ্যসভার ১২টি শূন্য আসনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করলো নির্বাচন কমিশন। বুধবার নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ৯টি রাজ্যের এই ১২টি শূন্য আসনে ভোট হবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ। গণনা হবে ওই দিনই বিকেল পাঁচটা থেকে। মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ২৬ ও ২৭ আগস্ট।অসম, বিহার, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, ত্রিপুরা, তেলেঙ্গানা ও ওডিশা - এই ৯টি রাজ্যে ১২টি রাজ্যসভার আসন খালি হয়ে পড়ে রয়েছে। মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে ২১ আগস্ট পর্যন্ত, স্ক্রুটিনি হবে ২২ আগস্ট। অসম, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও ত্রিপুরার জন্য মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ২৬ আগস্ট এবং বিহার, হরিয়ানা, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা ও ওডিশার জন্য মনোনয়ন প্রত্যাহারের অন্তিম দিন ২৭ আগস্ট।

১-ম পাতার পর

দীর্ঘ ৪৫ মিনিট নবান্নে বৈঠক

জানিয়েছে আদালত। এছাড়াও, সম্প্রতি হাওড়ায় টোটোর দৌরাত্ম্য নিয়ে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব এবং নগরপালকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত।পরিবহন মন্ত্রীকে বেশ কিছু নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন টোটো নিয়ে পরিবহনমন্ত্রীকে বিশেষ নির্দেশ দেন মমতা। সূত্রের খবর, তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, আইনি বৈধতার অধীনে আনতে হবে টোটোকে। তার জন্য নির্দিষ্ট গাইডলাইন বা নীতি তৈরি করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ পরিবহন মন্ত্রীকে।

অন্যদিকে, আলাদা করে আর কোনও নিগম নয়। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগমের সঙ্গেই এসবিএসটিসি, এনবিএসটিসি-তে মিশিয়ে দিতে হবে। মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকার উপস্থিতিতে পরিবহন মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে এমনই নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।সূত্রের খবর, এদিন বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, রাস্তায় বাস কমছে কিন্তু তেলের খরচ কেন বাড়ছে? আজ, মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ৪৫ মিনিট পরিবহন মন্ত্রী ও মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে এই নির্দেশ দেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

২ পাতার পর

যুগান্তর দলের দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন ক্ষুদিরাম বসু

মতবাদ (Doctrine of Passive Resistance) নামে এগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়। তিনি 'সুসংগঠিত ও অব্যাহতভাবে ব্রিটিশ পণ্যের বর্জন, আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বমূলক শিক্ষা, বিচার এবং নির্বাহী প্রশাসন' সংক্রান্ত কর্মসূচি উপলব্ধি করেন স্বদেশী শিল্প-কারখানা, স্কুল ও সালিশি আদালতের ইতিবাচক উন্নয়ন দ্বারা সমর্থিত। একই সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন, রাজভক্তদের সামাজিকভাবে বর্জন এবং ব্রিটিশের নিপীড়ন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে সশস্ত্র সংগ্রামের আশ্রয় গ্রহণের অভীপ্সাও তাঁর ছিল।

আধুনিকতাবাদী এবং হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী ধারার মধ্যে সাংস্কৃতিক মতাদর্শ নিয়ে আরেকটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে স্বদেশী মনোভাব ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সঙ্গে রাজনীতিকে সংশ্লিষ্ট রাখার প্রচেষ্টায় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী দাবি করতেন যে, মন্দিরসমূহে স্বদেশী শপথ পদ্ধতি ব্যবহারকারী তিনিই প্রথম ব্যক্তি। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রায়শ শক্তিশালী পুনর্জাগরণবাদী উপকরণ অন্তর্নিহিত ছিল এবং বর্জনকে কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছিল ঐহিত্যবাহী বর্ণপ্রথার বিধিনিষেধের মাধ্যমে। বন্দে মাতরম, সন্ধ্যা বা যুগান্তরের পাতায় এরূপ আগ্রাসী হিন্দুবাদ প্রায়ই অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকত, অথচ সঞ্জীবনী বা প্রবাসীর মতো ব্রাহ্ম পত্রিকাসমূহে এই মতের সমালোচনা করা হতো।

হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী ধারার সঙ্গে নতুন প্রদেশ মুসলমানদের জন্য অধিকতর চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করবে এ ধরনের ব্রিটিশ প্রচারণা যুক্ত হয়ে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলন-বিরোধী করে তুলতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য গজনবী, রসুল, দীন মোহাম্মদ, দীদার, লিয়াকত হোসেন প্রমুখ স্বদেশী আন্দোলনে বিশ্বাসী মুসলমানদের একটি সক্রিয় গ্রুপের আবেগঘন আবেদন সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। হিন্দু জমিদার এবং মহাজনদের মধ্যে যারা মূর্তি সংরক্ষণের জন্য 'ঈশ্বরবৃত্তি' নামক দস্তুরি আরোপ করতে শুরু করেছিল তারাই এই দাঙ্গার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ স্বদেশী আন্দোলন হতে বিরত থাকে এবং মধ্যপন্থী বা চরমপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী হিন্দু ভদ্রলোকগণ এ আন্দোলনে অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে।

আন্দোলনটির স্বতঃস্ফূর্ততার এরূপ একটি সীমাবদ্ধতা রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য বিদগ্ধজনের চোখে ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যদিও কয়েক বছর ধরে পুনর্জাগরণবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ফলে ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে গভীর উপলব্ধি থেকে পরপর প্রকাশিত কয়েকটি নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে, দাঙ্গার জন্যে ব্রিটিশদের শুধু দোষারোপ করা ছিল এক অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া।

এ সকল সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে বুর্জোয়া আকাঙ্ক্ষা সম্বলিত কিন্তু প্রকৃত বুর্জোয়াদের বাস্তব সমর্থন ছাড়া ব্রিটিশপণ্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে। বর্জন নীতি প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সাফল্য অর্জন করে ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার কাস্টমস্ কালেক্টর ম্যানচেস্টার কাপড়ের বিক্রয়ে কিছু পড়তিভাব লক্ষ্য করেন। এ অবনতি কলকাতার মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী এবং ব্রিটিশ উৎপাদকদের মধ্যে বাণিজ্যিক শর্তাদির ক্ষেত্রে বিবাদ সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবহৃত সামগ্রীসমূহের মধ্যে জুতা এবং সিগারেটের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি হ্রাস পায়।

এরূপ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বদেশী মতবাদ তাঁত শিল্প, রেশম বয়ন এবং আরও কতিপয় ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পে উল্লেখযোগ্য পুনর্জাগরণ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। আধুনিক শিল্পের বিকাশ ঘটাতেও বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এভাবে ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পোর্সেলিন, ক্রোম, সাবান, ম্যাচ ও সিগারেট-এর ক্ষেত্রেও কয়েকটি সফল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

স্বদেশী বাংলায় জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য দেখা যায়। এ জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টা মাতৃভাষার মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা

তাঁকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য অনুসারে মুজফফরপুর কারাগারে ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ফাঁসিতে তাঁর মৃত্যু হয়। "একবার বিদায় দে মা ভারতবাসী "-- অশ্রুসিক্ত সেই গান আজও এই সাহসী বীর বাঙালী বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ চিরসম্মরণীয়।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২১৬ সংখ্যা ০৮ আগস্ট, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ২৩ শ্রাবণ, ১৪৩১

ভক্তদের সুবিধার জন্য

বার ভূতল পার্কিং বা আন্ডার গ্রাউন্ড কার পার্কিং ব্যবস্থা চালু করল বেলুড় মঠ

বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : ভক্তদের সুবিধার জন্য এবার বেলুড় মঠ চালু হল ভূতল পার্কিং বা আন্ডার গ্রাউন্ড কার পার্কিং। আগামী শনি ও রবিবার মঠের পাশের এই পার্কিংটি ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। কেন্দ্র ও রাজ্যের পর্যটন আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই ভূগর্ভস্থ কার পার্কিংর উদ্বোধন করেন মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট স্বামী গৌতমানন্দ মহারাজ।

কেন্দ্র ও রাজ্যের সহযোগিতায় এই কার পার্কিংটি তৈরি করতে খরচ পড়েছে নয় কোটি টাকা। পার্কিংটিতে আড়াইশোর উপর চার চাকার গাড়ি ও প্রায় ২০০টি মোটর সাইকেল রাখতে পারবেন ভক্তরা। মঠে আসা ভক্তরা এই পার্কিংয়ে গাড়ি রাখলেও তাদের দিতে হবে না কোনও চার্জ। তবে দানধ্যানের মাধ্যমে সেবা করতে পারবেন ইচ্ছানুযায়ী বলে জানা গিয়েছে।

বেলুড় মঠ সূত্রে জানা গিয়েছে যে এই পার্কিংয়ের উপর জিম-সহ একাধিক খেলার ব্যবস্থা থাকবে। শিশুরা শরীর গঠনের সুযোগ পাবে এখানে। করোনাকালের আগে মঠের উন্নয়নে কেন্দ্র সরকার শপিং মল, বেলুড় মঠ জেটিঘাট ও এই কার পার্কিংয়ের টাকা অনুমোদন করে। রাজ্যের সহযোগিতায় পার্কিংয়ের কাজ সম্পূর্ণ হলেও রাস্তা-সহ একাধিক উন্নয়নের কাজ এখনও বাকি বলে মঠ জানিয়েছে। আগামী দিনে জেটি ঘাটের রাস্তা ও পার্কিং জোনের রাস্তাটির উন্নয়নণ করা হবে।

সম্পাদকীয়

হাসিনা কিংবা বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী

ভারতে গোপন আস্তানায় আছেন। তবে তাঁর পরবর্তী গন্তব্য কী হবে, তা নিয়ে জল্পনা চলছে বিশ্ব কূটনৈতিক মহলে। বিভিন্ন অসমর্থিত সূত্রের দাবি, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রিটেনের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন। তবে এখনও সে দেশের সরকারের তরফে কোনও সবুজ সঙ্কেত মেলেনি।সোমবার দুপুরে বোন রেহানাকে নিয়ে ঢাকার বাসভবন তথা 'গণভবন' ছেড়েছিলেন হাসিনা। সন্ধ্যা নাগাদ তিনি ভারতে পৌঁছন। দিল্লি লাগোয়া উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের হিন্দন বায়ুসেনা ঘাঁটিতে নামে তাঁর বিমান। তার পর সেই রাতেই ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল দেখা করেন হাসিনার সঙ্গে। বাংলাদেশের সদ্যপ্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী যে ভারতের কাছে আশ্রয় চাননি, তা আগেই জানা গিয়েছিল। তাই তাঁর পরবর্তী গন্তব্য নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানান, খুব অল্প সময়ের নোটিসে ভারতে আসার আর্জি জানিয়েছিলেন হাসিনা। ভারত সেই অনুমতি দেওয়ার পরই বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে ভারতে আসেন তিনি। তবে হাসিনা কিংবা বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী, তা খোলসা করেননি জয়শঙ্কর।

কিন্তু হাসিনার পুত্র সাজিব ওয়াজিদ জয়ের দাবি, তাঁর মা কোনও দেশেই আশ্রয় চাননি।

হাসিনার আশ্রয় চাওয়া নিয়ে একাধিক জল্পনার কথা ঘুরছে। কিছু সূত্রে দাবি করা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনে যেতে পারেন। আবার কোনও সূত্র বলছে, হাসিনার আমেরিকায় যাওয়ার পথ বন্ধ হয়েছে। আমেরিকা নাকি তাঁর ভিসা প্রত্যাহার করেছে। এমনকি, ফিনল্যান্ড-সহ বেশ কয়েকটি দেশের নামও উঠে আসছে এই আলোচনায়। তবে এই সব জল্পনা নস্যাৎ করে করে সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে হাসিনা-পুত্র জয় বলেন, "মায়ের আশ্রয়ের অনুরোধ সম্পর্কিত যে সব প্রতিবেদন ছাপা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি কোথাও আশ্রয়ের জন্য অনুরোধ করেননি। তাই ব্রিটেন বা আমেরিকার তরফে আশ্রয়ের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ও অসত্য।" জয় আরও দাবি করেন, তাঁর মায়ের আশ্রয় নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে কোনও রকম আলোচনাও হয়নি।হাসিনা আর রাজনীতিতে থাকবেন না, তা প্রথম জানিয়েছিলেন তাঁর পুত্রই। লাগাতার আন্দোলনের চাপে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা এবং তার পর দেশ ছাড়ার পর থেকেই হাসিনার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জয় দাবি করেন, তাঁর মা আর রাজনীতিতে ফিরবেন না। এত পরিশ্রম করার পরেও যে ভাবে তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন হল, তাতে তিনি (হাসিনা) অত্যন্ত হতাশ এবং বীতশ্রদ্ধ।

জয় আরও জানিয়েছিলেন, হাসিনা এখন পরিবারের সঙ্গেই সময় কাটানোর পরিকল্পনা করছেন। কিন্তু কোথায় বা কী ভাবে তা এখনও স্থির হয়নি। হাসিনা-পুত্রের কথায়, "আমি এখন ওয়াশিংটনে আছি। আমার বোন লন্ডনে থাকে। পিসি থাকেন লন্ডনে। তাই আমরা জানি না উনি (হাসিনা) কোথায় থাকবেন শেষ পর্যন্ত।"

মুনি ঋষিদের বংশধর বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(পঞ্চম পর্ব)

এবং সেই রূপই প্রস্তর অবয়বে রূপান্তরিত হয় ।

ইতিহাসের পাতা বলে রসায়ানাচার্য নাগার্জুন তিব্বত থেকে বৌদ্ধ দেবী তারা সাধনপদ্ধতি ভারতে নিয়ে আসেন ।পালযুগেই এই ধর্ম বিকাশ পায়। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ দেবী হিন্দু ধর্মের উত্থানে হিন্দু দেবীতে পরিণত হয় ।তবে হিন্দু সনাতন ধর্মের কাশ্যপ গোত্র কাশ্যপ মুনির বংশধর ছিলেন বামদেব ছিলেন উনিশ শতকের অপার প্রসিদ্ধ কালীভক্ত রামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক ।তন্ত্রের মননে আজ তিনি ঐ শতকের বার্তা । অল্প বয়সেই তাঁর গৃহত্যাগ এবং কৈলাসপতি বাবার হাত ধরেই তন্ত্রের হাতে খড়ি । বামদেব তারামায়ের একান্ত একনিষ্ঠ ভক্ত । তারাপীঠের নিকটবর্তী মল্ল রাজাদের মন্দিরময় গ্রাম মালুটি তাঁর সাধন ক্ষেত্র। তারাপীঠের মায়ের সন্তান তিনি । এখন প্রশ্ন হল হলঃ- মায়ের প্রতি এই সন্তান কিভাবে এক হয়েছিলেন । মাটির পুতুল নাকি কথা বলে , এমন কথা বাবার কাছে প্রথম তিনি শোনেন । আর তাকেই তিনি সত্য বলে মেনে নেন । বারে বারে মায়ের কাছে আছড়ে পড়েন তিনি । কিন্তু যখন সাধকের সাধনা নিত্য ছেড়ে সেই চরণে নিয়োজিত হয় , তখন মনে হয় সাধ্য সাধনা সমগ্র বাধাবিঘ্ন পরিত্যাগ করতে পারে , এখানেও তাই । ঈশ্বর ভক্তের আকুতি নেন , ভালোবাসা নেন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

২ পাতার পর

সড়ক দুর্ঘটনা এবং তার প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

সালের মোটর ভেহিকেল্‌স অ্যাক্ট অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। যানবাহনগুলি যাতে সব ধরনের সুরক্ষা বজায় রেখে চলাচল করে তার জন্য বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলা হয়। চালকের আসনের পাশের সিটে এয়ারব্যাগ রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মোটর সাইকেলে চার বছরের নীচে কোন শিশুকে নিয়ে যাওয়া হলে তার জন্য কিছু নিয়ম মেনে চলা বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে গাড়ির গতি চল্লিশ কিলোমিটারের বেশী হলে চলবে না । এম ওয়ান শ্রেণিভুক্ত গাড়িগুলির চালক ও সহ-চালকের জন্য সিট বেল্ট থাকতে হবে। 'এম' এবং 'এন' শ্রেণিভুক্ত গাড়িগুলির ক্ষেত্রে অ্যান্টি-লক ব্রেকিং সিস্টেম বাধ্যতামূলক। গাড়িগুলি চলাচলের উপযুক্ত কিনা, তা নিশ্চিত করতে ফিটনেস টেস্টিং-এ নিয়ে যেতে হবে। ভেহিক্‌ল স্ক্র্যাপিং পলিসি অনুসারে পুরনো যে গাড়িগুলি ব্যবহারের উপযুক্ত নয়, সেই গাড়িগুলি স্ক্র্যাপ করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চললে বিশেষ ছাড় পাওয়া যাবে। বাস তৈরি করার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু নিয়ম অনুসরণ করে চলতে হবে। পণ্যবাহী গাড়িগুলির কেবিনে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা রাখা আগামী ২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে।

(৩) বিভিন্ন নিয়ম-বিধি কার্যকর করা - প্রযুক্তি ব্যবহার করে যান চলাচল সংক্রান্ত কোনো নিয়ম যদি কেউ লঙ্ঘন করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ২০১৯ সালের মোটর ভেহিকেল্‌স সংশোধনী আইন মোতাবেক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রক পথ নিরাপত্তার জন্য বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে নজরদারি সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রকাশ করেছে। এখানে জাতীয় সড়কের যে অংশে যান চলাচল বেশি হয় এবং দেশের বড় বড় শহরগুলিতে যে অংশে জাতীয় সড়ক রয়েছে, সেইসব জায়গায় বৈদ্যুতিন নজরদারি যন্ত্র বসানো হয়ে থাকে। ১৯৮৮ সালের মোটর ভেহিকেল্‌স অ্যাক্ট যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য গত ১০ জুন সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে।

(৪) আপৎকালীন পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা - পথ দুর্ঘটনায় কেউ যদি আহত হন, তাহলে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে যাঁরা এগিয়ে আসেন, তাঁদের যাতে কোনো সমস্যা না হয় তা নিশ্চিত করতে মন্ত্রক আইনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার ঘটিয়েছে। গাড়ির ধাক্কায় আহত ব্যক্তিদের জন্য ১২,৫০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সংস্থান রাখা হয়েছে। পথ দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের নিকটাত্মীয়কে ২৫,০০০ টাকা থেকে ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ অ্যাম্বুলেন্স, প্যারা-মেডিকেল স্টাফ সহ চিকিৎসাক্ষেত্রের সহায়ক ব্যক্তিদের টোল প্লাজাগুলিতে রাখার ব্যবস্থা করেছে। সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের নগদবিহীন চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রক একটি কর্মসূচি তৈরি করেছে। ইতোমধ্যেই আসাম এবং চণ্ডীগড়ে এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হয়েছে।

রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী শ্রী নীতীন গড়করি।

২ পাতার পর

সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের চেষ্টা। রুখে দিলো বিএসএফ

ভারত ভূখণ্ডে ঢুকতে বারণ করে। তার পর সেখানেই অবস্থানে বসে পড়েন শরণার্থীরা। কোনও পরিস্থিতিতেই তাঁরা আর বাংলাদেশে ফিরে যাবেন না বলে জানিয়ে দেন। এমনকী ভারতে ঢুকে তারা বিএসএফের গুলি খেতে তৈরি বলেও মন্তব্য করেন। শরণার্থীদের নিরস্ত করে আধিকারিকদের খবর দেন বিএসএফ জওয়ানরা। এর পর একে একে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে শুরু করেন আধিকারিকরা। বাংলাদেশি সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা। শরণার্থীদের নিজেদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে। জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত সাতকুড়া তিন দিক বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা। একমাত্র রাস্তা দিয়ে হলদিবাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়। সীমান্তের ওপারে রয়েছে বাংলাদেশের মালকাডাঙা। সীমান্তের বেশ কছুটা অংশে এখনও কাটাতারের বেড়া দেওয়া হয়নি। সেখানে রয়েছে চাষের জমি। সেখান দিয়েই আজ ভারতে প্রবেশের চেষ্টা শরণার্থীদের।

১-ম পাতার পর

বাংলাদেশ 'গড়া'র দায়িত্ব তাঁর কাঁধে, দেশে ফিরবেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মহম্মদ ইউনুস

শ্রমিক বা কর্মচারীদের মজুরি-সহ বার্ষিক ছুটি দেওয়া, ছুটি নগদায়ন ও ছুটির বিপরীতে নগদ অর্থ দেওয়া হয় না। মামলায় আরও অভিযোগ জানানো হয়, গ্রামীণ টেলিকমে শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়নি এবং লভ্যাংশের ৫ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন অনুযায়ী গঠিত তহবিলে জমা দেওয়া হয়নি। এই মামলার রায়ের বিরুদ্ধে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে ড. ইউনুস-সহ অন্যদের করা আবেদনের শুনানি নিয়ে আজ রায় দিয়েছে। কারাদণ্ড থেকে খালাস পেয়েছেন তিনি।কোনওপ্রকার ভুল করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানালেন।

বিজ্ঞপ্তিতে ইউনুস জানান, 'আমি সাহসী ছাত্রদের অভিনন্দন জানাই, যাঁরা আমাদের দ্বিতীয় বিজয় দিবসকে বাস্তবে রূপ দিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন। অভিনন্দন জানাই দেশের আপামর জনসাধারণকে, যাঁরা ছাত্রদের এই আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন।' এর পরই তাঁর আহ্বান, 'আসুন, আমরা আমাদের এ নতুন বিজয়ের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করি।" একইসঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, 'আমাদের কোনও প্রকার ভুলের কারণে আমাদের এই বিজয় যেন হাতছাড়া হয়ে না যায়। আমি সবাইকে বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্ত থাকতে, সব ধরনের সহিংসা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছি এবং ছাত্র ও দলমত-নির্বিশেষে সবাইকে শান্ত থাকার জন্য অনুরোধ করছি।'তাঁর আরও সংযোজন,' আমাদের প্রিয় এই সুন্দর ও বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ দেশটিকে আমাদের নিজেদের ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রক্ষা করা এবং একে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন আমাদের প্রধান কাজ। একটি নতুন পৃথিবী বিনির্মাণে আমাদের তরুণেরা প্রস্তুত।' তবে দেশজুড়ে হিংসা চলছে। লুটতরাজ, ভাঙচুরের খবর মিলছে। সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের খবর সামনে আসছে। এমন পরিস্থিতিতে আন্দোলনকারীদের সতর্ক করে ইউনুস জানিয়েছেন, 'অকারণ সহিংসতা করে এই সুযোগ আমরা হারাতে পারি না। সহিংসতা আমাদের সবারই শত্রু। অনুগ্রহ করে শত্রু সৃষ্টি করবেন না। সবাই শান্ত থাকুন এবং দেশ পুনর্গঠনে এগিয়ে আসুন।' পরিশেষে তাঁর আর্জি, 'অনুগ্রহ করে নিজে শান্ত থাকুন এবং আপনার আশপাশের সবাইকে শান্ত থাকতে সহায়তা করুন।' বিজ্ঞপ্তিতে জানালেন, 'আমাদের কোনও প্রকার ভুলের কারণে আমাদের এই বিজয় যেন হাতছাড়া হয়ে না যায়। আমি সবাইকে বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্ত থাকতে, সব ধরনের সহিংসা এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ বিনষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছি এবং ছাত্র ও দলমত-নির্বিশেষে সবাইকে শান্ত থাকার জন্য অনুরোধ করছি।' দেশবাসীর উদ্দেশে ইউনুসের ডাক, 'অনুগ্রহ করে নিজে শান্ত থাকুন এবং আপনার আশপাশের সবাইকে শান্ত থাকতে সহায়তা করুন।'

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বাঘের চামড়া ও বাঘের দাঁত প্রচুর টাকা পরিমাণে বিক্রি হয় এবং আজও তেমনি ভাবে এসব কাজ চলছে বহু গোপনে।এই লেখার মধ্যে বাঘের এ কথাটি উল্লেখ করার মনে, দক্ষিণরায় মানে বাঘ , সুন্দরবনের রাজা ছিল ।আজও কিন্তু সেই রাজা,কিন্তু সে দক্ষিণরায় নামে পরিচিত ছিলো।তাহলে কিভাবে মানুষ রূপে ছিল এই দক্ষিণরায় এ প্রশ্ন উত্তর বহু ভাবে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আজও তা মেলেনি। মূলত 'বনবিবি-র জহুরনামা' পুঁথির কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে যাত্রাপালা, পালাগান, পুঁথিপাঠ, নাট্যগীতি যা বনবিবি সংস্কৃতি নামে পরিচিত। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান এবার গৌতম ঘোষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আসন্ন ৩০তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চেয়ারম্যান পদে থাকছেন না রাজ চক্রবর্তী। এমন গুঞ্জন ছিল আগে থেকেই, এবার জানা গেল নিশ্চিতভাবেই! সেই সঙ্গে ঘোষণা এলো, আসন্ন গুরুত্বপূর্ণ উৎসবটি সামলাবেন কে; তার নাম। গত সোমবার ঘোষণা এলো, ৩০তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (কিফ) চেয়ারম্যান হচ্ছেন নির্মাতা গৌতম ঘোষ। সেই সঙ্গে তার সহযোগী হিসেবে দেখা যাবে অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কেও! এই বছর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের কো-চেয়ারম্যান হচ্ছেন বুম্বাদা।

একটা সময় ছবি উৎসবের চেয়ারম্যানের পদ ছেড়েছিলেন প্রসেনজিৎ, পরে অবশ্য স্বমহিমায় কিফে ফেরেন 'ইন্ডাস্ট্রি'। গত বছর ২৯তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দেখা মিলেছিল তার। এবার দায়িত্ব বাড়ল। কিফের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে প্রসেনজিৎ, ইন্ডাস্ট্রির সবার অভিভাবক তিনি। গত পাঁচ বছর কিফের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন রাজ চক্রবর্তী। গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ এডিশনেই এই দায় থেকে অব্যাহতি চেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতার কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন রাজ, কিন্তু রাজি হননি মমতা।

অবশেষে রাজের ইচ্ছেতে সবুজ সংকেত দেন মুখ্যমন্ত্রী। জানা গেছে, রাজ এবার সদস্য হিসেবে কিফের অংশ থাকবেন, তবে পদে থাকছেন না। আপাতত নিজের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ছবিতে বেশি মন দিতে চান এই পরিচালক। আগামী ৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব। যা চলবে আগামী ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। প্রতিযোগিতা বিভাগে এই উৎসবের জন্য ছবি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ অক্টোবর করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এরপর আগামী ১৫ নভেম্বর চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিযোগিতা বিভাগে নির্বাচিত ছবিগুলো দেখানোর জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নাম ঘোষণা করা হবে।

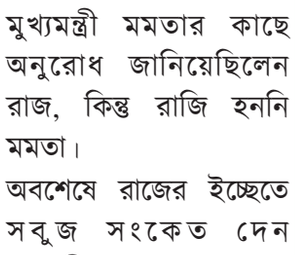

ক্যাটরিনার সঙ্গে তুলনাই কি কাল হলো জেরিন খানের?

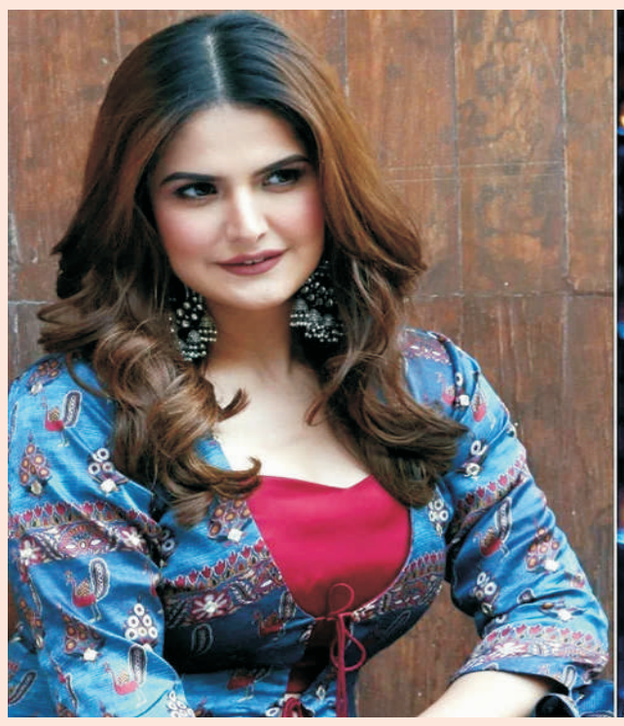

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সালমান খানের বীর সিনেমা দিয়ে ২০১০ সালে বলিউডে পা রেখেছিলেন জেরিন খান। তবে বলিউডে সেভাবে সাড়া ফেলতে পারেননি তিনি। বরং ক্যারিয়ারের শুরু থেকেই তাকে ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেটাই নাকি অভিনেত্রীর জীবনে কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন জেরিন খান। ভারতী সিং এবং লিম্বাচিয়ার পডকাস্ট শোতে হাজির হয়েছিলেন জেরিন। সেখানেই তিনি কথা বলেন, ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে চেহারার মিল থাকার প্রসঙ্গে। অভিনেত্রী জানান, এটাই তার ক্যারিয়ারের উন্নতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জেরিন খান বলেন, 'বীর' সিনেমা মুক্তি পাওয়ার পর আমার জীবন খুব কঠিন হয়ে গিয়েছিল। প্রচুর সমালোচনার মুখে পড়েছিলাম। সবকিছুই যেন বদলে গিয়েছিল। কারণ সকল ক্ষেত্রেই আমাকে ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছিল। অভিনেত্রী আরও বলেন, 'যদিও প্রথম প্রথম বেশ ভালো লাগত যে, আমাকে ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে জিনিসটা ক্রমেই খারাপ হতে থাকল। আমি যেহেতু মোটা ছিলাম তাই আমার কাছে ক্যাটরিনার সঙ্গে তুলনা আসাটা অনেক বড় ব্যাপার ছিল। কিন্তু ওটাই শেষ পর্যন্ত ব্যাকফায়ার করল।'

জেরিন আরও জানান, 'এই ইন্ডাস্ট্রিতে মনে হচ্ছিল আমি যেন একজন পথ হারানো বাচ্চা। অনেক হেজিটেশন ছিল। অনেককেই আমি চিনতাম না। কিন্তু অনেকে ভাবতেন, সালমান খান যেহেতু আমাকে অভিষেক করেছেন তাই হয়তো আমার অনেক ভাব।'

অনন্য রূপে উষ্ণতা ছড়ালেন মধুমিতা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় এবং ব্যস্ত অভিনেত্রী মধুমিতা সরকার। গত ১৯ জুলাই মুক্তি পেয়েছে তার অভিনীত ছবি 'সূর্য'। দর্শকমহলে বেশ প্রশংসিত হয়েছে ছবিটি। প্রশংসায় ভাসছেন অভিনেত্রী নিজেও। ছবি মুক্তির পরেই একের পর এক ফটোশুট সেশনে ব্যস্ত ছিলেন অভিনেত্রী। তাকে ভিন্ন রূপে দেখা গেছে সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন পোস্টে। রীতিমতো ভক্ত অনুরাগীদের কাছে ছড়িয়েছেন মুগ্ধতা, ভরিয়ে তুলেছেন উষ্ণতায়।

সম্প্রতি তার ইনস্টাগ্রাম পোস্টে কিছু ছবি শেয়ার করেছেন ওপার বাংলার এই হট গার্ল। কালো 'জালি' ধরনের ড্রেসের ওপর সাদা চুমকির এই পোশাকে আলাদা করে নজর কেড়েছেন অভিনেত্রী। ঠোঁটে হালকা খয়েরি লিপস্টিক, চোখে আই মাশকারায় যেন অনন্য রূপে ধরা দিয়েছেন মধুমিতা।

ক্রিস্টাল এমব্লিশড লং স্লিভের এই পোশাকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে মধুমিতার পরনে কালো অন্তর্বাস। ক্যামেরায় মধুমিতার দুষ্ট চাহনির পোজ রীতিমতো আকর্ষণীয় করে তোলে তাকে। মধুমিতার ছবিগুলো অন্তর্জালে ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের মাঝে উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে। একের পর এক তা প্রকাশ করতে থাকে ভক্তরা।

সম্প্রতি 'ফেলু বক্সী' ছবিরও শ্যুটিং শেষ করেছেন মধুমিতা। এই ছবিতে তার বিপরীতে রয়েছেন সোহম চক্রবর্তী। এছাড়া 'চিনি ৩' ও দেখা যাবে তাকে। একটি হিন্দি ও দক্ষিণী ছবিতে কাজের কথা রয়েছে অভিনেত্রীর।

জাহ্নবীকে যে কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্রীদেবী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সিনেমায় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নানা ধরনের পদক্ষেপ নিতে হয়। কিন্তু যে প্রয়োজনই হোক না কেন, অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর একটি কাজ কখনোই করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এ নিয়ে কথা বলেছেন অভিনেত্রী। চরিত্রের প্রয়োজন হলেও কখনোই মাথা কামাবেন না। কখনোই সাধের চুল কেটে ফেলতে পারবেন না। আর তার বড় কারণ হলো, অভিনেত্রীর মা অর্থাৎ শ্রীদেবী নাকি মেয়ের লম্বা চুল খুব পছন্দ করতেন। কড়া নির্দেশ ছিল মায়ের, কোনো চরিত্রের জন্যই আমি যেন চুল না কাটি। জাহ্নবী বলেন, 'এখন তো প্রযুক্তির মাধ্যমেই ন্যাড়া মাথা দেখানো যায়। আমি কাজ করতে গিয়ে কাঁধে চোট পেয়েছি। রক্তপাত হয়েছে। হাড় ভেঙেছে। নিজের ওপর নানা রকমের অত্যাচার করেছি। কিন্তু সব চুল কেটে ন্যাড়া হতে পারব না আমি।'

মুক্তি পাচ্ছে জাহ্নবীর আসন্ন সিনেমা 'উলঝ'। এই প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, 'এমনকি 'উলঝ' এর জন্য পরিচালক আমাকে ছোট করে চুল কাটতে বলেছিলেন। আমি কাটিনি। এটা নিয়ে পরিচালকের সঙ্গে বিস্তর আলোচনাও হয়েছিল।'

চুল ছোট করে কাটার জন্য মায়ের কাছে বকুনিও খেয়েছিলেন জাহ্নবী। অভিনেত্রী বলেন, 'মনে আছে, 'ধড়ক' সিনেমার সময় আমি চুল কেটেছিলাম বলে মা খুব বকেছিল। কড়া নির্দেশ ছিল মায়ের, কোনো চরিত্রের জন্যই আমি যেন চুল না কাটি। আমার চুল নিয়ে মায়ের খুব গর্ব ছিল। তাই আমি কখনোই চুল ছোট করে কাটব না।'

একের পর এক ছবি ফ্লপ হচ্ছে অক্ষয়ের

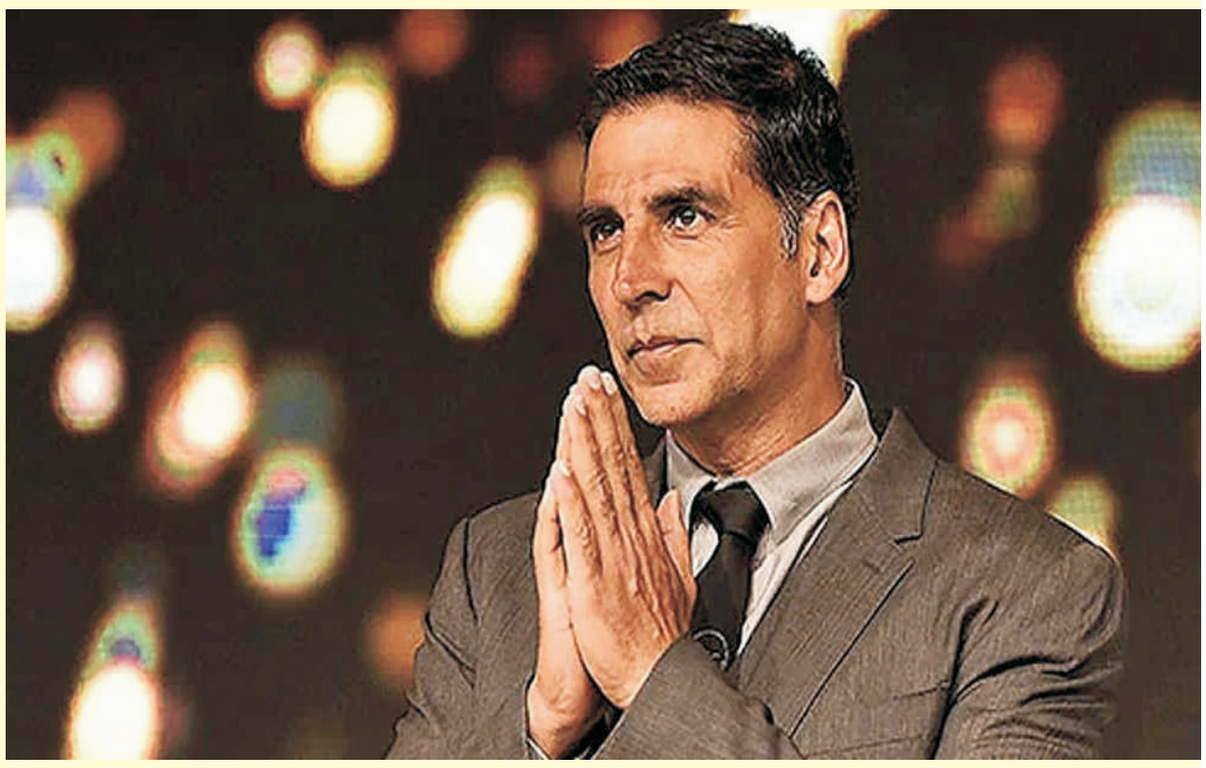

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বেশ খারাপ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন বলিউড তারকা অক্ষয় কুমার। বলিউডে একের পর এক ফ্লপ হচ্ছে, চলতি বছরে এখন পর্যন্ত চারটি ছবি মুক্তি পেলেও বক্স অফিসে সাফল্যের মুখ দেখেননি এ অভিনেতা।

তার শেষ মুক্তি পাওয়া ছবি 'সরফিরে' ভক্ত-অনুরাগীদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। কিন্তু, বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ-র পর সরফিরা বক্স অফিসে তেমন সাফল্যের মুখ দেখেনি। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে দর্শককের একাংশ তাকে শোকের বার্তা পাঠাচ্ছে।

এ ঘটনায় বিরক্ত হয়েছেন খিলাড়ি অক্ষয় কুমার। শুক্রবার মুম্বাইয়ে নিজের আপকামিং ছবি 'খেল খেল মে'-এর ট্রেলার লঞ্চে সেই নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন তিনি। ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অক্ষয় বলেন, 'আমি খুব বেশি ভাবি না। আমি আপনাদের বলছি, আমার চার-পাঁচটি ছবি চলেনি। আমার কাছে অনেক মেসেজ আসে- 'সরি ইয়ার, চিন্তা করো না'। এই ধরনের সমবেদনা মোটেই পছন্দ নয় তার।

বেশ কড়াভাবে অভিনেতা বলেন, 'এখনও আমি মরে যাইনি। মানুষ শোকবার্তা পাঠাচ্ছে, মানুষ বার্তার মাধ্যমে সমবেদনা জানাচ্ছে। একজন সাংবাদিক লিখেছিলেন, 'চিন্তা করবেন না, আপনি ফিরে আসবেন।'

আমি তাকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম 'কেন এটা লিখছেন?' ফিরে আসব মানে কী? কোথায় গেলাম? আমি এখানে আছি এবং আমি কাজ করে যাব।

তিনি বলেন, 'আমি কাজ করতে থাকব, তাতে লোকে যাই বলুক। সকালে ঘুম থেকে উঠি, ব্যায়াম করি, কাজে বের হই এবং বাড়ি ফিরি। আমি অর্থ উপার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করি, আর সেটা নিজের দমে। কারুর কাছে কখনও সাহায্য চাইব না।'

উল্লেখ্য, 'খেল খেল মে' সিনেমায় বাণী কাপুরের বিপরীতে দেখা যাবে অক্ষয়কে। ছবিতে তার সাদা চুলের হ্যান্ডসাম আক্কিকে দেখে ক্রাশ খাচ্ছেন অনুরাগীরা। এই ছবিতে আরও থাকছেন তাপসী পান্নু, ফারদিন খান, অ্যামি ভির্ক, প্রজ্ঞা জয়সওয়াল ও আদিত্য শীল। এটি পরিচালনা করেছেন মুদাসসর আজিজ এবং প্রযোজনা করেছেন ভূষণ কুমার, কৃষাণ কুমার, অশ্বিন ভার্দে, বিপুল ডি শাহ, রাজেশ বহেল, শশীকান্ত সিনহা এবং অজয় রাই। ছবিটি ১৫ই আগস্ট মুক্তি পাবে।

ফেলপসের ২৪ বছরের রেকর্ড

ভেঙে মারশাঁর চতুর্থ স্বর্ণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্দান্ত ছন্দে থাকা সাঁতারু লিওঁ মারশাঁ ছুটে চলেছেন অপ্রতিরোধ্য গতিতে। প্যারিস অলিম্পিকের আয়োজক ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় তারকা তুলে নিয়েছেন নিজের চতুর্থ স্বর্ণ পদক। সেই পথে কিংবদন্তি মাইকেল ফেলপসের গড়া ২৪ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙেছেন তিনি।

শুক্রবার রাতে পুলে আলোড়ন তুলে ছেলেদের ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে ১ মিনিট ৫৪.০৬ সেকেন্ড টাইমিং করেন মারশাঁ। ইভেন্ট চলাকালীন ২২ বছর বয়সী তারকাকে প্রবল গর্জনে সমর্থন দিয়ে যান স্বাগতিক দেশের ভক্ত-সমর্থকরা।

অলিম্পিকের একটি নির্দিষ্ট আসরে চারটি সোনা জেতা ফ্রান্সের প্রথম অ্যাথলেট মারশাঁ। অনন্য অর্জনের পর উযাদপনের সময় ডান হাতের চার আঙুল উঁচিয়ে ধরেন তিনি। তাকে 'নতুন ফেলপস' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফেলপস নিজেও এতে দ্বিমত করেননি।

সোনা জেতার পাশাপাশি মারশাঁ গড়েছেন নতুন অলিম্পিক রেকর্ড। তার পেছনে পড়ে গেছেন সর্বকালের সেরা সাঁতারু খ্যাত ফেলপস। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক তারকা ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকে ১ মিনিট ৫৪.২৩ সেকেন্ড টাইমিং করেছিলেন।

বিশ্বরেকর্ড গড়ারও খুব কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন মারশাঁ। থেমেছেন মাত্র ০.০৬ সেকেন্ড দূরে। ছেলেদের ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলির রেকর্ড যুক্তরাষ্ট্রের রায়ান লকটির দখলে। তিনি ২০১১ সালে ১ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড সময় নিয়েছিলেন। সর্বকালের সেরা টাইমিংয়ের তালিকায় এখন লকটির পরেই মারশাঁর অবস্থান।

এই ইভেন্টে ১ মিনিট ৫৫.৩১ সেকেন্ড সময় নিয়ে রুপা জিতেছেন গ্রেট ব্রিটেনের ডানকান স্কট। আর চীনের ওয়াং শান ব্রোঞ্জ জিতেছেন ১ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড টাইমিং করে।

মারশাঁ এবারের অলিম্পিক শুরু করেন ৪০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে সোনা জিতে। এরপর ২০০ মিটার বাটারফ্লাই ও ব্রেস্টস্ট্রোকে সোনা জেতেন তিনি। এবার ২০০ মিটার ব্যক্তিগত মেডলিতে সেরা হওয়ার পর শনিবার আরেকটি সোনার জন্য ৪x১০০ মিটার মেডলি রিলেতে সতীর্থদের সঙ্গে পুলে নামবেন তিনি।

'বল বিসিসিআইয়ের কোর্টে', বলছেন ধোনি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের আগামী আসরেও মাঠে নামার ইচ্ছা রয়েছে ৪৩ বছর বয়সী মহেন্দ্র সিং ধোনির। তবে সেটি নির্ভর করছে ভারতের ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ সংস্থার (বিসিসিআই) উপর। ২০২৫ আইপিএলের নিলামে কতজন খেলোয়াড় রিটেইন করার সুযোগ দেওয়া হবে, সেটি জেনেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর ইচ্ছা ধোনির।

আইপিএল শেষে ধোনির অবসরের ব্যাপারে অনেকেই মন্তব্য করেছেন। যদিও কেউ উপযুক্ত তথ্য দিতে পারেননি। এমনকি চেন্নাই সুপার কিংসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাশি বিশ্বনাথও বলেছিলেন- তিনি জানেন না, ধোনির ইচ্ছা, সময় হলে ধোনিই জানিয়ে দিবে। দীর্ঘদিন পর এবার ধোনির মনের কথা জানা গেছে। হায়দরয়াবাদে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন ভারতের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক। সেখানে তিনি বলেন, 'এটার (২০২৫ আইপিএল) জন্য অনেক সময় আছে। আমাদের দেখতে হবে তারা খেলোয়াড় রিটেনশনের ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেয়। এখন পর্যন্ত বল আমাদের কোর্টে নয়। তো নিয়মকানুন ঠিক করা হয়ে যাক, এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিব। কিন্তু সেটি দলের স্বার্থে হওয়া প্রয়োজন।'

আগামী আইপিএলের জন্য বড় নিলাম অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য রিটেইন করার সংখ্যা কম থাকবে। হাতেগোনা কয়েকজনকে রেখে নতুন করে দল সাজাতে হবে। তাই ভবিষ্যৎ ভাবনায় কাকে রিটেইন করা হবে, সেটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সবশেষ বড় নিলাম হয়েছিল ২০২২ সালের আইপিএলের আগে। তখন ধোনির আগে রিটেইন করা হয়েছিল রবিন্দ্র জাদেজাকে (১৬ কোটি)। আর দ্বিতীয় রিটেইন খেলোয়াড় হিসেবে থেকেছিলেন ধোনি (১২ কোটি)।

তখনো করোনাভাইরাসের প্রকোপ থাকায় ২০২২ আইপিএলে পুরো ভারতজুড়ে হতে পারেনি। ধোনি সেসময় বলেছিলেন, সব মাঠে আরেকবার খেলে বিদায় বলে যেতে চান। এরপর ২০২৩ সালের আইপিএল জিতে বলেছিলেন, অবসর নেওয়ার মোক্ষম সময় হতে পারতো সেটি। কিন্তু ভক্তকূলের এত ভালোবাসা দেখে মন চেয়েছে তার, আরেকটি আসর শুধু ভক্তদের জন্যই হোক। আরেকটি আসর হোক তার তরফ থেকে ভক্তদের উপহার। ২০২৪ আইপিএল শেষে তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল এটিই বুঝি শেষ। সেই শেষ আরও দীর্ঘায়িত হয়েই যেতে পারে।

২০১৯ সালে সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার পর আইপিএলের আঙ্গিনায়ই শুধু দেখা যায় ধোনিকে। পাঁচবার আইপিএলজয়ী এই কিংবদন্তি ২০২০ সালে অবসর নেন আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে। হাঁটুর চোট নিয়ে ২০২৩ আইপিএল খেলার পর অস্ত্রোপচার করিয়েছেন। শেষ কয়েক বছরে ব্যাটিংয়ে তিনি নামেন একেবারে শেষের দিকে। ওই মুহূর্তের ঝড়েই মন জুড়িয়ে দেন সমর্থকদের। ২০২৪ আইপিএলে ৭৩ বল খেলেই ১৩টি ছক্কা ও ১৪টি চার মেরেছিলেন। ২২০.৫৪ স্ট্রাইক রেটে রান করেছিলেন ১৬১।

অলিম্পিকের সেমিতে মরক্কো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কাতার বিশ্বকাপের পর এবার অলিম্পিকেও বড় চমক দেখিয়েছে মরোক্কো। এ প্রতিযোগিতায় প্রথমবারের মতো নক আউট ম্যাচ খেলতে নেমে রেকর্ড গড়েছে দলটি। যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে দিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট পেয়েছে মরক্কো।

শুক্রবার কোয়ার্টার-ফাইনালে ক্লাব পিএসজির স্টেডিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে মরক্কো।

প্রথমার্ধের শুরুতে পেনাল্টি থেকে গোল পেয়ে এগিয়ে যায় মরক্কো। সুফিয়ান রাহিমির ২৯তম মিনিটের পেনাল্টি গোলে এগিয়ে থেকে বিরতিতে যায় তারা। দ্বিতীয়ার্ধে বাকি তিন গোল করেন ইলিয়াস আখোম্যাস, আশরাফ হাকিমি ও এল মেহেদি।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই দাপট ছিল মরক্কোর। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের খেলা ছিল ছন্নছাড়া। প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার মতো তেমন কিছুই করতে পারেনি তারা। উল্টো ম্যাচের ২৮ মিনিটেই বক্সের ভেতর ফাউল করে মরক্কোকে পেনাল্টি উপহার দিয়ে বসেন নাথান হারিয়েল। স্পট কিকে লক্ষ্যভেদ করে দলকে এগিয়ে দেন রাহিমি।

বিরতির পর যুক্তরাষ্ট্রকে আরও চেপে ধরে তারা। ৫১তম মিনিটে তারা আদায় করে নেয় নিজেদের দ্বিতীয় গোলটি। আবদে ইজালযুলির পাস থেকে গোল করে মরক্কোকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন আমোমাখ। ৭০তম মিনিটে গোল করে লিড আরও বাড়ান হাকিমি। এরপর ৯০তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে বড় জয় নিশ্চিত করেন মাওহোব।

অলিম্পিক থেকে বাদ পড়ে

কি বললেন আর্জেন্টিনার কোচ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টিনার কাছে হেরে সর্বশেষ ফুটবল বিশ্বকাপের শিরোপা হাতছাড়া করেছিল ফ্রান্স। এবার অলিম্পিকে আলবিসেলেস্তেদের পেয়ে সেই হারের প্রতিশোধ নিলো তারা। আর্জেন্টিনাকে বিদায় করে সেমিতে পৌঁছেছে ফ্রান্স। শুক্রবার (২ আগস্ট) মাতমুট আটলান্টিকে স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনাকে ১-০ ব্যবধানে হারায় ফ্রান্স। এই হার নিয়ে আর্জেন্টিনা দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানো কথা বলেন। তিনি বলেন, এটা নতুন না। এখনই কোনো সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না। আমরা গোল পাইনি। ম্যাচে প্রথম ১৫ মিনিট কঠিন ছিল, বিশেষ করে শুরুর দিকে গোল হজমের পর। এরপর দল গুছিয়ে নিয়েছে এবং সমতায় ফেরার বেশ কিছু সুযোগও পেয়েছে।

ভালো খেলেও শেষ পর্যন্ত গোল না পাওয়ায় কিছুটা হতাশ মাচেরানো। তিনি বলেন, যে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছি, সেটা নতুন কিছু না। ফুটবল এমনই। হার এড়াতে সম্ভাব্য সবকিছু করার পরও খালি হাতে ফিরতে হলো।আমরা প্রতিপক্ষের চেয়ে বেশি সুযোগ তৈরি করেছি। কিন্তু ফুটবল প্রতিভা বোঝে না। এটাই বাস্তবতা এবং আজ (শুক্রবার) ছিল আমাদের ঘরে ফেরার পালা।

আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২৩ দলে ছিলেন সিনিয়র তিন খেলোয়াড়। তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, তিন সিনিয়র খেলোয়াড়ের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সাহায্য করতে তারা আমাদের প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তরুণদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা। বাস্তবতা হলো, খুব খারাপ লাগছে। কারণ, দল অনেক দূর যাবে, এই আশা ছিল আমাদের।

রিয়ালই ক্যারিয়ারের শেষ ক্লাব,

জানালেন আনচেলত্তি

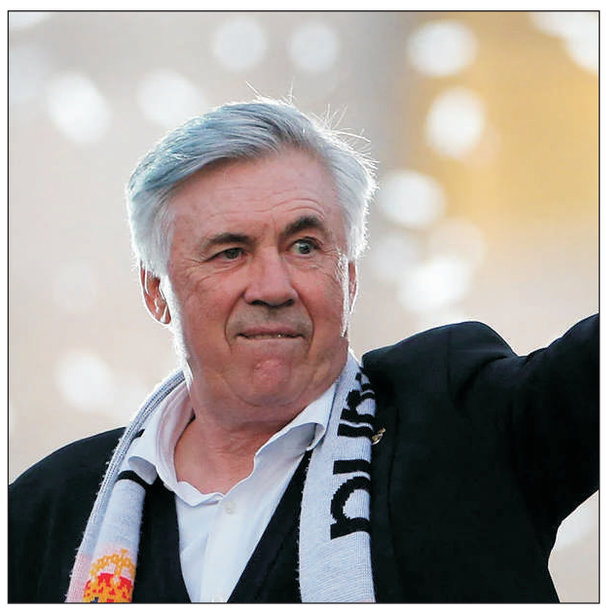

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে গত মৌসুমেই নিজের যোগ্যতা দেখিয়েছেন কার্লো আনচেলত্তি। ইনজুরিতে থাকা বেশ কয়েকজন নিয়মিত খেলোয়াড় ছাড়াই জিতেছিলেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও লা লিগা।

ক্লাবের সঙ্গে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে আনচেলত্তির। এরপর এই দারুণ পথচলা হয়তো শেষ করতে হবে অভিজ্ঞ এই কোচকে। শেষটা এই ক্লাবেই করতে চান তিনি। ওবি ওয়ান পডকাস্টে আলাপকালে নিজেই এই কথা জানান আনচেলত্তি।

রিয়াল কোচ বলেন, 'আমার মনে হয় এটিই হবে আমার শেষ ক্লাব। যদি কোনো জাতীয় দলে (কোচিংয়ের) সুযোগ থাকেআমি জানি না। আমি জাতীয় দলের কোচিংয়ে এতটা রোমাঞ্চিত নই, কারণ সেক্ষেত্রে আমি প্রতিদিন যা করতে পছন্দ করি, তা হারাব। আমি যা করি, তা সত্যিই উপভোগ করি।'

কোচ হিসেবে আনচেলত্তির সাফল্য দেখার মতো। সর্বকালের সেরাদের তালিকায় থাকবে তার নাম। তবে নিজের সাফল্য নয়, পাশাপাশি ব্যর্থতার কথাও ভাবতে বলেছেন এই কোচ। তিনি বলেন, 'কোচ হিসেবে এটা আমার ২৯তম মৌসুম। এটা সত্যি যে, আমি অনেক কিছু জিতেছি, কিন্তু কতগুলো শিরোপা হারিয়েছি, সেটাও কল্পনা করুন।'

আইপিএলে দুই বছর যাদের নিষেধাজ্ঞা চায় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিলামে বিক্রি হওয়ার পর আইপিএল থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার ঘটনা সম্প্রতি দেখা গেছে বেশ কয়েকবার। এরকম খেলোয়াড়দের ভারতের টুর্নামেন্টটি থেকে দুই বছর নিষিদ্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। এই ব্যাপারে দশটি ফ্র্যাঞ্চাইজিই একমত পোষণ করেছে। সবাইকে বড় নিলামে নাম দিতে বাধ্য করার কথাও বিসিসিআইকে জানিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা।

তবে বৈধ কারণ দেখাতে পারলে আপত্তি নেই ফ্র্যাঞ্চাইজিদের। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার জন্য বোর্ড তাদের খেলোয়াড়কে সরিয়ে নিলে, চোটে, পারিবারিক প্রয়োজন- এসব কারণে দলে যোগ দিতে না পারলে ফ্র্যাঞ্চাইজিরা মানতে রাজি। কখন খেলতে পারবেন না, সেই ব্যাপারে স্বচ্ছ ধারণা পেতে চায় দলগুলো।

গত মঙ্গলবার ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল বিসিসিআই। সেখানে সব ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকরা উপস্থিত হয়ে নিজেদের মতামত জানান। শেষ মুহূর্তে বিদেশি খেলোয়াড় সরে গিয়ে দলের পারফরম্যান্সে ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেন বলে উল্লেখ করেন সকলে। দলের পরিকল্পনার বড় অংশ জুড়ে থাকেন সেই সব বিদেশি খেলোয়াড়েরা। আচমকা নাম প্রত্যাহার করলে বিপদে পড়ে যায় দলগুলো। উপযুক্ত বদলি খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়, পূর্বে নিলামে অবিক্রীত খেলোয়াড় দিয়েই কাজ চালাতে হয়।

সানরাইজার্স হায়দরয়াবাদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাভিয়া মারান বলেছেন, 'নিলামে বিক্রিত হওয়ার পর যদি কোন খেলোয়াড় সেই মৌসুমে খেলতে আসেন না চোট ছাড়া অন্য কোনো কারণে, তাকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। ফ্র্যাঞ্চাইজিরা নিলামে অনেক পরিশ্রম করেন সমন্বয় সাজানোর জন্য। যদি কোন খেলোয়াড় কম দামে বিক্রি হন এবং এরপর খেলতে আসেন না, এটা দলের সমন্বয় এবং ভারসাম্যে প্রভাব ফেলে।'

চলতি বছরের আইপিএলে জেসন রয়কে ২ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এই ইংলিশ ব্যাটার ইনজুরি না থাকলেও খেলেননি। এর আগে ২০২২ সালে তিনি গুজরাট টাইটান্সে খেলতে আসেননি। ২০২৪ আইপিএলে ইংল্যান্ডের গাস অ্যাটকিনসনকেও পায়নি কলকাতা। সবশেষ আসরে লখনৌ সুপার জায়ান্টসে মার্ক উডও আসেননি ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা বলে। রাজস্থান রয়্যালসে যোগ দেননি অ্যাডাম জ্যাম্পা। এছাড়া ডেভিড উইলি খেলেননি লখনৌতে। এর আগে ২০২২ আইপিএলে কলকাতা কিনেছিল অ্যালেক্স হেলসকে। তিনিও শেষ মুহূর্তে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন।

আরেকটি বিষয়ে সব দল একমত হয়েছে বলে জানিয়েছে ইএসপিএনক্রিকইনফো। ছোট নিলামে বড় অঙ্কে বিক্রি হওয়ার জন্য অনেক খেলোয়াড় বড় নিলামে নাম দেন না। ছোট নিলামে খেলোয়াড় মজুদ কম থাকে বলে দাম পাওয়া যায় বেশি। ফ্র্যাঞ্চাইজিরা মনে করে, কিছু খেলোয়াড় ও তাদের ম্যানেজাররা সিস্টেমের ফায়দা নিচ্ছেন এভাবে। তারা আরও বলেছেন, নতুন খেলোয়াড় কিংবা বিদেশি ভবিষ্যৎ তারকা হলে মানা যায়। কিন্তু নামীদামী খেলোয়াড়দের বড় নিলামে নাম দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR